আজকের কাগজ

তারিখ ... 06 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সম্মিলিত সাক্ষরতা অভিযানের সংবাদ সম্মেলন

সরকার মৌলিক শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হলেও এর ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল

কাগজ প্রতিবেদক ঃ সম্মিলিত সাক্ষরতা অভিযানের সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, সরকার মৌলিক শিক্ষার প্রসার উদ্যোগী হলেও, বাস্তবত এ শিক্ষার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। সরকারি হিসেবে গত এক দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার ৬১ থেকে ৯২ শতাংশে উন্নীত হলেও মূলত শিশু ভর্তির হারের চেয়ে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতির হার অনেক কম থাকে। তাছাড়া পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত হওয়ার আগেই ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এ অবস্থায় সরকারের দু'হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্যে শিক্ষা' কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন। একই পরিস্থিতিতে দেশে পরিমাণগত মৌলিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও এর গুণগত মান নিয়ে ব্যাপক সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ কথা বলেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সম্মিলিত সাক্ষরতা অভিযানের আহ্বায়ক, গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)র প্রতিনিধিত্ব করেন রোকেয়া কবির, ফজলুর রহমান, ডঃ মাহমুদ হাসান, এএম রাশেদা, আলী আকবর খান প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, দেশের অধিকাংশ শিক্ষক আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নন। গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষার্থী যেমন বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, তেমনি শিক্ষকের পক্ষেও শিক্ষার্থীর সৃষ্টিশীল চেতনা বিকাশ এবং তাকে স্বনির্ভর পাঠক ও লেখক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

সংবাদ সম্মেলনে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা ব্যাখ্যা করে বলা হয়, বর্তমানে দেশে ৫৪ হাজার ২শ' ৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২ লাখ ৩১ হাজার ১শ' ৭৬ জন শিক্ষক ও ১ কোটি ৬৭ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষার্থী আছে। উল্লেখিত সংখ্যক শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষিকার হার ২০ শতাংশের বেশি নয়, এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সর্বনিম্ন অনুপাত ১ঃ৬২। মৌলিক শিক্ষায় দক্ষ শিক্ষকের অভাবে মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৫টি বিষয়ের জন্যে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে বছরে মাত্র ৪শ' ৭৬ ঘন্টা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে ৮টি বিষয়ের জন্যে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন সাড়ে ৩ ঘন্টা করে বছরে মাত্র ৭শ' ৭০ ঘন্টা পড়ানো হয়, যা মান সম্পন্ন শিক্ষার জন্যে যথেষ্ট নয়। সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, সরকারি শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি এনজিও পরিচালিত মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষার মান অনেক ভালো। কারণ সেখানে ১ঃ৩০ অনুপাত শিক্ষক ছাত্র ছাড়াও শিক্ষা দানে, সিলেবাস প্রণয়নে ও কাঠামোগত দিক থেকে এনজিও'র কিছু নিজস্ব স্বকীয় ভূমিকা রয়েছে।